কারিগরী বার্তা

কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর, প.ব. সরকার

দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২৬

চন্দ্রযানের উৎক্ষেপণে সামিল পশ্চিমবঙ্গের সরকারি পলিটেকনিকের প্রাক্তন ছাত্র

চন্দ্রযান-২ সফলভাবে উৎক্ষেপণ করে ইতিহাস গড়ল ভারত। বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসেবে চাঁদের মাটি ছুঁতে চলেছে একেবারে দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মাণ করা এই যান। এই সেপ্টেম্বর মাসেই চাঁদের মাটি স্পর্শ করবে চন্দ্রযান-২। আর এই গর্বের ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রইলেন মালদা এবং কোচবিহার সরকারি পলিটেকনিকের দুই ছাত্র যথাক্রমে মানিকচকের রওশন আলি এবং আশীষ কুমার সামন্ত। তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন (ইসরো) -এ প্রযুক্তিবিদ হিসেবে কাজ করছেন এবং চন্দ্রযান-২ প্রকল্পের সাথে সরাসরি যুক্ত। তাদের সকলের পরিবারই উৎক্ষেপণের দিন শ্রীহরিকোটায় উপস্থিত ছিলেন। এটি কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের কাছে অত্যন্ত গর্বের বিষয়। এই দপ্তরের তরফ থেকে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের সংবর্ধনার আয়োজন করা হবে যাতে পরবর্তীতে অন্যান্য সকল শিক্ষার্থীদের কাছে এটি এক সাফল্যের নিদর্শন হয়ে থাকে এবং ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে উৎসাহী হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য শ্রী রওশন আলি ২০০৩ সালে মালদা পলিটেকনিক থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেন এবং শ্রী আশীষ কুমার সামন্ত ২০০৫ সালে কোচবিহার পলিটেকনিক থেকে ঐ এক-ই বিভাগে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেন।

শ্রী রওশন আলি

শ্রী আশীষ কুমার সামন্ত

কারিগরী বার্তা

উপদেষ্টা মণ্ডলী ঃ

প্রধান উপদেষ্টা এবং পৃষ্ঠপোষক — **শ্রী পূর্ণেন্দু বসু**
সম্মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

সভাপতি — **শ্রীমতী রোশনি সেন, আই.এ.এস.**
প্রধান সচিব, কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর।

উপদেষ্টা — **শ্রী বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য, আই.এ.এস.**
অতিরিক্ত সচিব, কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর।

শ্রী সুব্রত ব্যানার্জী, চেয়ার পার্সন
প.ব. রাজ্য কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন সংসদ।

শ্রীমতী মধুমিতা রায়, আই.এ.এস. (রিটায়ার্ড)
মুখ্য প্রশাসনিক আধিকারিক, প.ব. রাজ্য কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন সংসদ।

নোড্যাল আধিকারিক — **শ্রী সুপর্ণ কুমার রায়চৌধুরী, ডাব্লু.বি.সি.এস. (এক্সিকিউটিভ)**
যুগ্ম সচিব, কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর।

সম্পাদক মণ্ডলী ঃ

প্রধান সম্পাদক — **শ্রী বিপ্লব কুমার রায়,** অতিরিক্ত অধিকর্তা

সম্পাদক — **শ্রী সুরজিত মণ্ডল,** যুগ্ম অধিকর্তা

শ্রী শঙ্খ মিশ্র, সহ অধিকর্তা

শ্রী পার্থ দাস, বিশেষ-কর্তব্য আধিকারিক

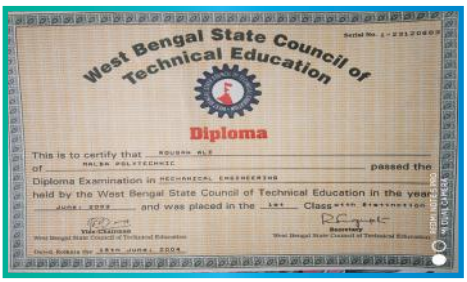

ঝাড়গ্রাম জেলায় বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কর্মশালা

ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পূর্ব মেদিনীপুর এই তিন জেলার সি.এস.এস. ভি.এস.ই. প্রকল্পের অধীনে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুরের জলচক নাটেশ্বরী নেতাজী বিদ্যাপীঠে গত ২০-শে জুলাই, ২০১৯ তারিখে একটি প্রজেক্ট মডেল প্রদর্শনীর আয়োজন করে প.ব. সরকারের কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ অধিকার।

জলচক নাটেশ্বরী নেতাজী বিদ্যাপীঠের প্রধানশিক্ষক মহাশয় এবং চ্যাংড়াচক জগদীশ স্মৃতি বিদ্যাপীঠের প্রধানশিক্ষক মহাশয় এই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তিন জেলা থেকে মোট ৩২টি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। মডেলগুলি দর্শকবৃন্দের প্রভূত প্রশংসা অর্জন করে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য উৎসাহিত করেন উপস্থিত সকল শ্রেণীর দর্শকমন্ডলী।

পশ্চিমবঙ্গের কারিগরী শিক্ষায় পলিটেকনিকের লাইব্রেরিগুলিতে লাইব্রেরি অটোমেশনের প্রয়োজনীয়তা ও বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নজরুল সেন্টিনারী পলিটেকনিক লাইব্রেরির ভূমিকা ঃ সত্যনারায়ণ রায়

পশ্চিমবঙ্গের কারিগরী শিক্ষায় পলিটেকনিক লাইব্রেরিগুলিতে 'লাইব্রেরি টেকনোলজি' বিশেষ করে লাইব্রেরি অটোমেশন সফটওয়্যার-এর ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে উঠছে নিম্নলিখিত কারণের জন্য ঃ

১। বিগত কয়েক বছরের মধ্যে সরকারি পলিটেকনিকের সংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি।

২। বাজারের চাহিদার উপর ভিত্তি করে নূতন নূতন কোর্স সংযোজন।

৩। ছাত্র ভর্তির আসন সংখ্যা (ইনটেক) বৃদ্ধি।

৪। সিলেবাস আপগ্রেডেশন।

৫। সর্বোপরি, পলিটেকনিকের সার্বিক পরিকাঠামো ব্যাপক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে লাইব্রেরির নূতন চেয়ার, টেবিল, কম্পিউটার, অটোমেশন সফটওয়্যার ইত্যাদি সরবরাহ এবং বর্তমানে ব্যাপক বই সরবরাহের মধ্য দিয়ে এবং A.I.C.T.E-এর শর্ত পূরণের মধ্য দিয়ে, লাইব্রেরিয়ানদের দক্ষ ছাত্র তৈরির ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা সহ উৎকৃষ্ট পলিটেকনিক গঠনের ক্ষেত্রে লাইব্রেরি অটোমেশনের ব্যবহার অপরিহার্য করে তুলেছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে লাইব্রেরি অটোমেশন কি? এবং তার দরকারটা কি?

লাইব্রেরি একটা সিস্টেম এবং প্রতিটি সিস্টেমের মত এর কতকগুলি সাবসিস্টেম আছে যে গুলিকে লাইব্রেরির ভাষায় Module বলা হয়। যেমন, আক্সেসিং, ক্যাটালগিং, সারকুলেশন, সিরিয়াল কনট্রোলিং এবং ম্যানেজমেন্ট।

যদি একই কাজ বার বার একের বেশি সিস্টেমে করতে হয়, তাহলে সেটা সময়, খরচ ও শ্রম সাপেক্ষ এবং ভুল থাকার সম্ভাবনা বেশী থাকে। কিন্তু যদি ফুল ফ্লেজেড লাইব্রেরি অটোমেশন সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয় তা হলে একই কাজ এক সিস্টেম থেকে অন্য সিস্টেমে লিংকড হয়ে যায় এবং বার বার করতে হয় না। এতে শ্রম, সময় এবং খরচ কমে যায়। তাছাড়া লাইব্রেরিতে কত ভল্যুম ও কপির বই বা ডকুমেন্ট আছে, সেগুলির Title কি, লেখকের নাম ইত্যাদি লাইব্রেরি ব্যবহারকারিরা (ছাত্র ও শিক্ষক) কী ওয়ার্ড সার্চ করে যাবতীয় তথ্য জেনে যায়। এইগুলিই হচ্ছে লাইব্রেরি অটোমেশন সফটওয়্যার-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

লাইব্রেরি অটোমেশন সফটওয়্যার-এর মার্কেটে অনেক দাম। যেমন Libsys। এর দাম প্রায় ১,০০,০০০ - ২,০০,০০০ টাকা। এছাড়া soul অটোমেশন সফটওয়্যার-এর দাম প্রায় ১,০০,০০০ -১,৫০,০০০ টাকা। কিন্তু পলিটেকনিক সিস্টেমে এত টাকা পাওয়া কঠিন। তবে বর্তমানে অনেক ওপেন সোর্স সফটওয়্যার ডেভেলপড হয়েছে যে গুলির জন্য টাকা দিতে হয় না। কিন্তু তাদের গুণগত মান ঐ দামি সফটওয়্যার-এর মত।

e-granthalaya সফটওয়্যার ঐরকম একটি ওপেন সোর্স সফটওয়্যার যেটি কেন্দ্রীয় সংস্থা NIC, Delhi ডেভেলপ করেছে এবং এইটি গভর্নমেন্ট

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বিনামূল্যে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, যদি e-granthalaya পরিচালনার ক্ষেত্রে সাহায্যের দরকার হয় তাহলে রিমোট অ্যাক্সেসের মাধ্যমে বিনামূল্যে পরিষেবা পাওয়া যায়। যেটা অন্য ওপেন সোর্স লাইব্রেরি অটোমেশন সফটওয়্যার-এ পাওয়া যায় না।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে কয়েক বছর আগে দুইবার e-granthalaya ট্রেনিং হয়েছিল ATI, সল্টলেক, কলকাতায়। সেখানে অন্যান্য লাইব্রেরিয়ানদের মত আমিও ট্রেনিং নিয়েছিলাম। সেইজন্য নজরুল সেন্টিনারী পলিটেকনিক লাইব্রেরিতে দীর্ঘ দিন ধরে লাইব্রেরি অটোমেশনের কাজ হয়ে আসছে। কিন্তু এতদিন বারকোড স্ক্যানার, বারকোড প্রিন্টার এবং কালার প্রিন্টার না থাকার কারণে সম্পূর্ণ অটোমেশনের কাজ করা যায়নি; কিন্তু ম্যানুয়াল এর সংমিশ্রণে অটোমেশনের কাজ হয়ে আসছিল।

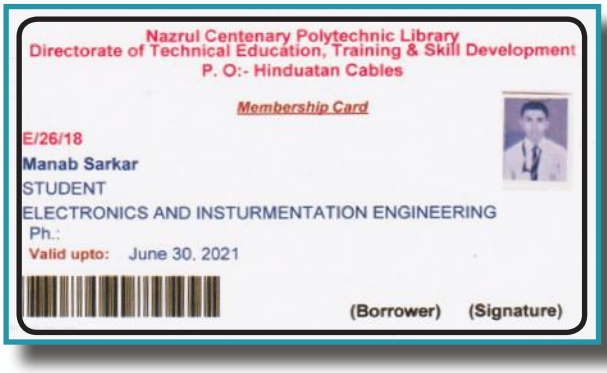

কারিগরী শিক্ষা দপ্তরের সহযোগিতায় উপরে উল্লেখিত জিনিসগুলি কেনার ফলে সম্প্রতি লাইব্রেরির সম্পূর্ণ অটোমেশনের কাজ চালু হল।

সম্পূর্ণ অটোমেশন চালুর ফলে ছাত্ররা বা লাইব্রেরি ব্যবহারকারিরা কন্টেন্ট বা কী ওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করে তাদের প্রয়োজনীয় ইনফর্মেশনটা পেয়ে যাবেন। তারা ঐ ইনফরমেশনের মাধ্যমে জানতে পারবেন কোন কোন বইয়ে ঐ বিষয়ে লেখা আছে এবং বইটি কোথায় আছে। যদি লাইব্রেরিতে ওপেন অ্যাক্সেসের (অবাধ প্রবেশ) ব্যবস্থা তাকে তাহলে ছাত্ররা নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে বইটি এনে লাইব্রেরিয়ানকে ইস্যু করার জন্য অনুরোধ করতে পারেন। কিন্তু যদি অবাধ প্রবেশ না থাকে তাহলে সার্চ করে পাওয়া কল নাম্বারটা রিকুইজিশন কাগজে লিখে এবং নিজের ডিজিটাল লাইব্রেরী কার্ড দিয়ে, বইটি ইস্যু করার জন্য লাইব্রেরিয়ানকে অনুরোধ করতে পারে। যখন বই বা অন্য কোন ডকুমেন্ট ইস্যু করা হবে তখন ছাত্রদের বা ব্যবহারকারিদের ই-মেলে ইস্যু সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য চলে যাবে। ঠিক সেইভাবে বই বা ডকুমেন্ট ফেরত হলে, ফেরত সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ছাত্রের বা ব্যবহারকারিদের ই-মেলে চলে যাবে। শুধু তাই নয় পলিটেকনিকে প্রবেশ থেকে লাইব্রেরি ক্লিয়ারেন্স নেওয়ার আগে পর্যন্ত যাবতীয় আদান প্রদানের রেকর্ড থেকে যাবে।

বর্তমানে এই সফটওয়্যারস্-এর দুটি ভার্সন রয়েছে সেটা হল eg3 এবং eg4। eg3-এর জন্য কোন এককালীন টাকা জমা দিতে হয় না কিন্তু eg4 ভার্সন যেটাকে Cloud ভার্সনও বলা হয়, তার জন্য এককালীন কিছু টাকা (প্রায় ২৫২৭৫ টাকা) জমা দিতে হয় NIC সংস্থাকে। কারণ এই টাকার বিনিময়ে লাইব্রেরির যাবতীয় ডাটাবেস কন্ট্রোল করে থাকে তাদের সার্ভার-এর মধ্যে দিয়ে। আমি আমাদের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করব যে, যেখানে eg3 চলছে সেখানে যেন eg4 চালু করার ব্যবস্থা করা হয়।

এখানে বলা ভাল যে আমি ইতিমধ্যে কয়েকটি সরকারি পলিটেকনিক লাইব্রেরিতে সেখানকার O.I.C. / Principal -দের আমন্ত্রণে e-granthalaya Software ইনস্টল করে দিয়ে ও অপারেটিং সিস্টেম দেখিয়ে দিয়ে এসেছিলাম। যদি কোনও পলিটেকনিকে এই বিষয়ে সাহায্য দরকার হয় তা হলে আমার পরামর্শ নিতে পারেন। সবশেষে বলব যে এই সফটওয়্যার FRID Technology সাপোর্ট করে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষার নতুন প্রশিক্ষণদাতা সংস্থাদের কর্মশালা

অতি সম্প্রতি কারিগরী ভবনের প্রেক্ষাগৃহে নতুন ভাবে নির্বাচিত প্রশিক্ষণদাতা সংস্থা এবং নির্দিষ্ট সেক্টর স্কিল কাউন্সিলগুলোকে নিয়ে একটি বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল। বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ অধিকার, প.ব. সরকার এই কর্মশালার আয়োজন করে। দপ্তরের প্রধান সচিব শ্রীমতী রোশনি সেন মহাশয়া এই কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট (পি.বি.এস.এস.ডি.) বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস — ২০১৯ উদ্‌যাপন করল

রাষ্ট্রপুঞ্জ ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে ১৫-ই জুলাই দিনটিকে বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস হিসাবে ঘোষণা করে। কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের পি.বি.এস.এস.ডি. কারিগরী ভবনের অধিবেশন কক্ষে এ বছর বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস উদ্‌যাপনের আয়োজন করে। এই উপলক্ষ্যে রাজ্যের আই.টি.আই. গুলি থেকে পড়াশোনা ও প্রশিক্ষণ শেষ করে যে সমস্ত কৃতি ছাত্র-ছাত্রীরা শিল্পোদ্যোগী হয়ে উঠে জনমানসে উৎসাহ সঞ্চার করছেন তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের সম্মাননীয় মন্ত্রী শ্রী পূর্ণেন্দু বসু মহাশয়, প্রধান সচিব শ্রীমতী রোশনি সেন মহাশয়া, প.ব. কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারপার্সন শ্রী সুব্রত ব্যানার্জী মহাশয়, মুখ্য প্রশাসনিক আধিকারিক শ্রীমতী মধুমিতা রায় মহাশয়া সহ দপ্তরের অধীনে সমস্ত ডাইরেক্টরেট এবং কাউন্সিলের বিভিন্ন আধিকারিকবৃন্দ। অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে পরিচালনা করেন শ্রী সন্দীপ কুমার ঘোষ, আই.এ.এস.। যে সমস্ত শিল্পোদ্যোগী এই দিন সংবর্ধিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য —

১। শ্রীমতী অপর্ণা সর্দার (মন্ডল) —

ইনি ২০০২ সালে মহিলা আই.টি.আই., কলকাতা থেকে 'হেয়ার অ্যান্ড স্কিন কেয়ার' ট্রেড নিয়ে পাস করেন। এরপর ২০০৫ সাল থেকে 'বিউটি অ্যান্ড ওয়েলনেস' সেক্টরে নিজস্ব ব্যবসার উদ্দেশ্যে সোনারপুর এবং চম্পাহাটিতে 'কিডস এন হার'স বিউটি সালুন' স্থাপন করেন। ২০১৮-তে এসে ব্যবসা সম্প্রসারণ করলেন। সোনারপুরে স্থাপন করলেন 'কিডস এন হার'স বিউটি অ্যাকাডেমি কাম্ মেকআপ স্টুডিও'। বর্তমানে তাঁর অধীনে প্রতি শিফ্ট-এ ১০ জন মহিলা কাজ করছেন। বাৎসরিক টার্নওভার প্রায় চব্বিশ লক্ষ টাকা।

২। শ্রী রাজকুমার জয়সওয়াল —

ইনি ২০০৮ সালে ব্যারাকপুর আই.টি.আই. থেকে 'নেটওয়ার্ক টেকনিসিয়ান' ট্রেড নিয়ে পাস করেন। এরপর ২০১১ সাল থেকে 'সেলস এ্যাণ্ড সার্ভিসেস অব কম্পিউটার এবং সি.সি.টি.ভি. সার্ভিল্যান্স' সেক্টরে নিজস্ব ব্যবসার জন্য স্থাপন করলেন 'কর্পোরেট কম্প্যুটেক' নামে সংস্থাটি। ঠিকানা — তিরুপতি প্লাজা, বি.টি. রোড, কলকাতা - ১১৭। বর্তমানে ওনার সংস্থায় কাজ করেন দশজন চাকুরে। বার্ষিক টার্নওভার প্রায় সত্তর লক্ষ টাকা।

৩। শ্রী মুন্না দাস —

ইনি ২০১১ সালে ১১০ এস.এন.ব্যানার্জ্জী রোড, কলকাতার শারীরিক প্রতিবন্ধী আই.টি.আই. থেকে 'অ্যাপারেল' ট্রেড নিয়ে পাস করেন। এরপর ২০১২ সাল থেকে নিজস্ব ব্যবসার জন্য কাঁচড়াপাড়ায় চালু করলেন নিজস্ব কারখানা 'মুন্না গার্মেন্টিস'। বর্তমানে ওনার সংস্থায় কাজ করে পাঁচজন মানুষের অন্নের সংস্থান হচ্ছে। বার্ষিক টার্নওভার প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা।

৪। শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা পাল —

ইনিও ২০১১ সালে প্রতিবন্ধী আই.টি.আই. থেকে 'অ্যাপারেল' ট্রেড নিয়ে পাশ করেন। এরপর ব্যবসার জন্য পুঁজি যোগাড় করে ২০১৪ সালে শুরু করলেন নিজস্ব উদ্যোগ 'রায় ড্রেসেস', হাওড়ার বালটিকুরিতে। বর্তমানে ওনার সংস্থায় কাজ করে দশজনের অন্নসংস্থান হচ্ছে। বার্ষিক টার্নওভার প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকা।

৫। শ্রী অবিনাশ বিশ্বাস —

শ্রী বিশ্বাস ২০১২ সালে বি.পি.সি.আই. টি. আই., কৃষ্ণনগর থেকে 'ওয়্যারম্যান' ট্রেড নিয়ে পাস করেন। এরপর ২০১৩ সাল থেকে 'মেইন্টেন্যান্স অ্যান্ড রিপেয়ারিং অফ ইলেকট্রিক্যাল গুডস' সেক্টরে শুরু করলেন নিজস্ব উদ্যোগ 'বগুলা ইলেকট্রিক্যালস'। ঠিকানা — হাঁসখালি রোড, বগুলা, নদীয়া। বর্তমানে যার বার্ষিক টার্নওভার আটত্রিশ লক্ষ টাকা। চারজন মানুষের পরিবারের অন্নদাতা।

৬। শ্রী শঙ্খ চ্যাটার্জী —

ইনি ২০১৩ সালে বি.পি.সি.আই.টি. আই. থেকে 'ওয়েল্ডার' ট্রেড নিয়ে পাস করেন। এরপর ২০১৫ সাল থেকে 'ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড রিপেয়ারিং অফ স্টিল ফার্নিচার' সেক্টরে শুরু করলেন নিজস্ব উদ্যোগ। মীরা পলাশি বাজার, পলাশিতে প্রতিষ্ঠা করলেন 'মা লক্ষী স্টিল ওয়ার্কশপ'। বর্তমানে যার বার্ষিক টার্নওভার প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা। চারজন মানুষের পরিবারের অন্নের সংস্থান হয় 'মা লক্ষী স্টিল ওয়ার্কশপ' থেকে।

এক-ই সঙ্গে সংবর্ধিত হলেন রাজ্যের ১১ জন আই.টি.আই. পড়ুয়া যারা অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং স্কিমে রাজ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছেন। এই ১১ জন পড়ুয়া হলেন —

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	ট্রেড	যে শিল্প-প্রতিষ্ঠানে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং করেছেন তার নাম
১	শ্রী অতনু দাস	টার্নার	সেল, ইসকো স্টিল প্ল্যান্ট
২	শ্রী সুব্রত ঘোষ	ফিটার	মেট্রো রেলওয়ে
৩	কুমারি জিনা খাতুন সাঁফুই	ফিটার	ভিসুভিয়াস ইন্ডিয়া লিমিটেড
৪	শ্রী অনিমেষ আখুলি	মেশিনিস্ট	সেল, দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট
৫	শ্রী সৌমেন মাইতি	মেশিনিস্ট	টেক্সম্যাকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড
৬	শ্রী শুভদীপ পাড়ুই	ইলেকট্রিশিয়ান	ব্রিটানিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
৭	শ্রী সৌমেন মন্ডল	ওয়েল্ডার (গ্যাস অ্যান্ড ইলেকট্রিক)	ভিসুভিয়াস ইন্ডিয়া লিমিটেড
৮	শ্রী সন্দীপ চন্দ্র	মেকানিক (মোটর ভেহিকল)	সেল, দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট
৯	শ্রী প্রশান্ত বিশ্বাস	ড্রাফটসম্যান (মেকানিক্যাল)	টেক্সম্যাকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড
১০	শ্রী প্রভাষ মল্লিক	রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং মেকানিক	ব্রিটানিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
১১	শ্রী প্রদীপ নয়	ওয়্যার ম্যান	বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড

এরা প্রত্যেকেই ১০৮-তম অল ইণ্ডিয়া ট্রেড টেস্টে রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন এবং ২০১৯-এর জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত রিজিওনাল স্কিল কমপিটিশনে অংশগ্রহণ করেছেন।

এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত হলেন আরো ১৫ জন আই.টি.আই. পড়ুয়া যারা ক্রাফটসম্যান ট্রেনিং স্কিমে রাজ্যে শীর্ষস্থানে আছেন। এরা ৫৫-তম রাজ্য স্কিল প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন এবং জুলাই, ২০১৯-এ অনুষ্ঠিত সারাভারত স্কিল প্রতিযোগিতায় রাজ্যের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এই ১৫ জন পড়ুয়া হলেন —

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	ট্রেড	আই.টি.আই.-এর নাম
১	শ্রী সৌমেন বাগ	মেকানিক (মোটর ভেহিকেল)	হুগলী সরকারি আই.টি. আই.
২	শ্রী শুভদীপ বান্দুরি	ওয়েল্ডার	রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পায়তন, বেলুড় মঠ
৩	শ্রী বাপ্পা মন্ডল	মেকানিক ডিজেল	টালিগঞ্জ সরকারি আই. টি. আই.
৪	সাবিনা ইমাম	স্যুইং টেকনোলজি	গড়িয়াহাট সরকারি আই.টি.আই.
৫	শ্রী শুভজ্যোতি গরারি	ইনস্ট্রুমেন্টেশন মেকানিক	গড়িয়াহাট সরকারি আই.টি.আই.
৬	শ্রী মণিকান্ত দাস	ড্রাফ্টসম্যান (মেকানিক্যাল)	দুর্গাপুর সরকারি আই.টি.আই.
৭	শ্রী কুন্তল কর্মকার	রেফ্রিজারেশন অ্যান্ডএয়ারকন্ডিশনিং মেকানিক	গড়িয়াহাট সরকারি আই.টি.আই.
৮	রিম্পা দত্ত	কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট	সরকারি মহিলা আই.টি.আই., কলকাতা

৯	অগ্নিভা ঘোষ	ইলেকট্রনিক্স মেকানিক	সরকারি মহিলা আই.টি.আই., কলকাতা
১০	শ্রী বিশ্বজিত ঘোষ	মেশিনিস্ট	হাওড়া হোমস সরকারি আই. টি. আই.
১১	শ্রী অভিজিত লো	টার্নার	দুর্গাপুর সরকারি আই.টি.আই.
১২	শ্রী বিষ্ণু পাল	ফাউন্ড্রিম্যান	পুরুলিয়া সরকারি আই.টি.আই.
১৩	শ্রী সত্যজিত মন্ডল	ইলেকট্রিশিয়ান	কল্যাণী সরকারি আই.টি.আই.
১৪	শ্রী রিজু কর্মকার	ড্রাফটসম্যান (সিভিল)	কল্যাণী সরকারি আই.টি.আই.
১৫	শ্রী রবীন হালদার	ফিটার	কুলপী সরকারি আই.টি.আই.

বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস উদ্‌যাপনের এই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প উদ্যোগী হওয়ার দক্ষতা উন্নয়ন এবং শিল্প সংস্থায় শিক্ষানবীশ কি করে আরো বাড়ানো যায় — সেই সমস্ত ব্যাপারেও আলোচনা হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত আই.টি.আই.-এর প্রাক্তনী শিল্প উদ্যোগীরা তাঁদের সাফল্যের চাবিকাঠি কি কি ছিল সেই বিষয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। শিক্ষানবীশি প্রাক্তনীরা পাঠ্যসূচী এবং শিল্পক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতির পার্থক্য তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিল্প সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দও আলোচনায় অংশ নেন। দক্ষতাসম্পন্ন, প্রশিক্ষিত ছাত্রীরা শিল্প সংস্থায় চাকুরি পাওয়ার ক্ষেত্রে যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন — তার সমাধানের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে সেই ব্যাপারেও বিশদে আলোচনা হয়। দপ্তরের কর্মপন্থা সংস্কারের ক্ষেত্রে এই অনুষ্ঠানটি ভবিষ্যতে পথ দেখাবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

বাঁকুড়া জেলায় বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কর্মশালা

গত ১১-ই জুলাই, ২০১৯ তারিখে বাঁকুড়া জেলার জয়পুর উচ্চবিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অধিকার-এর উদ্যোগে প্রজেক্ট মডেল প্রদর্শনী এবং সংবর্ধনাজ্ঞাপন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল। বাঁকুড়া জেলার সমস্ত বিদ্যালয়ের সি.এস.এস.ভি.এস.ই. প্রকল্পে বৃত্তিমূলক শাখার ছাত্রছাত্রীরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল। মডেলগুলি বানানো হয়েছিল ছাত্র-ছাত্রীদের হাতের কাজের দক্ষতার নমুনা হিসাবে, যা উপস্থিত দর্শকবৃন্দের প্রভূত প্রশংসা পেয়েছিল। আই.টি., আই.টি. এনেবেল্ড সার্ভিসেস, ইলেকট্রনিক্স, রিটেল চেন এবং অটোমেটিভ সেক্টরে বানানো মডেলগুলো ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় বহন করেছিল। বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি রাজ্যের মানুষের আগ্রহ যে দিন দিন বেড়েই চলেছে এই অনুষ্ঠানে আগত ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবকবৃন্দের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ থেকে তা ধরা পড়ে।

বিশ্বব্যাঙ্ক সহায়তায় 'স্ট্রাইভ' প্রকল্পের জয়েন্ট রিভিউ মিশন

বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহায়তায় STRIVE (স্কিলস স্ট্রেন্দেনিং ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভ্যালু এনহ্যান্সমেন্ট) জয়েন্ট রিভিউ মিশন অনুষ্ঠিত হল কলকাতার টালিগঞ্জ আই.টি.আই.- এ বিগত ২৪ ও ২৫-এ জুলাই, ২০১৯ তারিখে। দেশের পূর্ব ও উত্তর পূর্ব অংশের বারোটি রাজ্যের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

২৪-এ জুলাই, ২০১৯ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের মাননীয়া প্রধান সচিব রোশনী সেন মহাশয়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বক্তব্যে প্রকল্পের উপযোগিতা ব্যাখ্যা করেন। তিনি এই সভায় কেন্দ্রীয় সরকারের দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের এই প্রকল্পের অধিকর্তা শ্রী সঞ্জয় কুমারকে সংবর্ধিত করেন এবং ধন্যবাদ জানান।

বিশ্বব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে উপস্থিত ৫ জন প্রতিনিধি এই সভায় STRIVE প্রকল্প রূপায়ণে রাজ্যগুলির ভূমিকা নিয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও কার্যকরী রূপায়ণ নিয়ে বিশদে আলোচনা করেন।

দেশের পূর্ব ও উত্তর পূর্ব অংশের রাজ্য অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর, আসাম, মিজোরাম, মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড, ত্রিপুরা, সিকিম, বিহার, উড়িষ্যা, ঝাড়খন্ড সহ সভার আয়োজক রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের সরকারি আধিকারিকবৃন্দ প্রকল্প রূপায়ণে তাদের উদ্যোগও পরিকল্পনা সভায় সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করেন।

মেদিনীপুর জেলায় বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কর্মশালা

গত ১৯-এজুলাই, ২০১৯ তারিখে মেদিনীপুর সরকারি আই.টি.আই.-এ বিদ্যালয় শিক্ষার বৃত্তিকৃত্যায়ন প্রকল্পের অধীনে পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার প্রধান শিক্ষক, প্রধান শিক্ষিকা এবং ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মহাশয়দের নিয়ে একটি সচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজন করেছিল বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ অধিকারের আঞ্চলিক আধিকারিক মহাশয়।

এই কর্মশালায় প্রায় পঞ্চান্ন জন প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা/ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মহাশয় এবং পয়ষট্টি জন বৃত্তিমূলক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত প্রশিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্প্রসারণ, ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের ভূমিকা এবং সুফল, প্রধান প্রধান অন্তরায় এবং সেগুলির দূরিকরণে শিক্ষক মহাশয়দের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়গুলির উপরে আলোচনা এবং প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে কর্মশালাটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সমাজের বিভিন্নস্তর থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্ন ও অনুসন্ধিৎসা নিরসনে অগ্রণী ভূমিকা নেন দপ্তরের তরফ থেকে মেদিনীপুর আই.টি.আই.-এর অধ্যক্ষ এবং এন.এস.কিউ.এফ. সেলের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক শ্রী পার্থ দাস মহাশয়।

প্রশ্নোত্তরে ন্যাশনাল স্কিলস কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক (এন.এস.কিউ.এফ.) ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার

(ঘন ঘন জিজ্ঞাসিত প্রশ্নসমূহ ও উত্তরমালা)

(আগের সংখ্যার পর)

প্রশ্ন - ১৭ ঃ প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম কি?

উত্তর ঃ এন. এস. কিউ. এফ.-এর সঙ্গে নিজেকে যারা যুক্ত করতে চান সেই সমস্ত প্রশিক্ষকদের নিয়ে তাদের পছন্দের সেক্টরে প্রশিক্ষণ প্রদানের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে আয়োজিত একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হল প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (ট্রেনিং অফ ট্রেনার্স)।

প্রশ্ন - ১৮ ঃ দক্ষতা-প্রশিক্ষকদের 'প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম'-এর মধ্য দিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা কি ?

উত্তর ঃ একজন দক্ষতা-প্রশিক্ষক নিম্নলিখিত কারণগুলোর জন্য প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে যাবেন-

ক) তাঁর নিজস্ব পারদর্শিতা বাড়ানোর জন্য;

খ) শংসাপত্র হাতে থাকলে তাঁর প্রশিক্ষকের কাজ পাওয়ার সুবিধা হবে;

গ) প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা এবং অন্যান্য প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে প্রশিক্ষকের ভূমিকা পালনের জন্য এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষ করে নির্দিষ্ট সেক্টর স্কিল কাউন্সিল দ্বারা শংসিত হতেই হবে।

প্রশ্ন - ১৯ ঃ 'প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম' - কত রকমের হয়?

উত্তর ঃ প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম-এর দুই রকম মডেল আছে—

ক) নতুন প্রশিক্ষকদের জন্য কার্যক্রম এবং

খ) ইতিমধ্যে যে সমস্ত প্রশিক্ষক এন.এস.কিউ.এফ.-এর অধীনে প্রশিক্ষকের কাজ করছেন তাঁদের পারদর্শিতা আরো বাড়ানোর জন্য কার্যক্রম।

প্রশ্ন - ২০ ঃ এন.এস.কিউ.এফ.-এর অধীনে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অতিথি অধ্যাপক যোগাড় করা এবং শিল্পক্ষেত্র পরিদর্শনের আয়োজন করা কাদের দায়িত্ব?

উত্তর ঃ অতিথি অধ্যাপক যোগাড় করা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের শিল্পক্ষেত্র পরিদর্শনের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণদাতা বেসরকারি সংস্থার। সরকারের কোন দায়িত্ব নেই।

প্রশ্ন - ২১ ঃ প্রত্যেক বছর প্রশিক্ষণদাতা বেসরকারি সংস্থাকে কমপক্ষে কতগুলি অতিথি অধ্যাপকদের সেশন আয়োজন করতে হবে?

উত্তর ঃ প্রত্যেক ক্লাসের জন্য প্রতিবছর কমপক্ষে দুটি অতিথি অধ্যাপক সেশন আয়োজন করতে হবে।

প্রশ্ন - ২২ ঃ প্রত্যেক বছর কমপক্ষে কতগুলি শিল্পক্ষেত্র পরিদর্শনের আয়োজন করতে হবে?

উত্তর ঃ প্রত্যেকবছর কমপক্ষে তিনটি শিল্পক্ষেত্র পরিদর্শনের আয়োজন করতে হবে।

প্রশ্ন - ২৩ ঃ অতিথি অধ্যাপককে কত টাকা সাম্মানিক দিতে হবে?

উত্তর ঃ বর্তমানে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী অতিথি অধ্যাপককে প্রতিটি লেকচারের জন্য কমপক্ষে পাঁচশত টাকা সাম্মানিক দিতে হবে।

প্রশ্ন - ২৪ ঃ এন.এস.কিউ.এফ.-এর অধীনে একটি বিষয়ে (সাবজেক্ট/ ট্রেড-এ) সবচেয়ে বেশি কত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা যাবে?

উত্তর ঃ বর্তমানে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী একটি বিষয়ে (সাবজেক্ট/ট্রেড-এ) সবচেয়ে বেশি পঁচিশ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা যাবে।

প্রশ্ন - ২৫ ঃ কোন বৃত্তিমূলক বিদ্যালয় একটি বিষয়ে (সাবজেক্ট/ ট্রেড-এ) পঁচিশজনের বেশি ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করতে পারবে কি ?

উত্তর ঃ বিশেষ কারণে যদি পঁচিশজনের বেশি ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করার দরকার হয় তাহলে বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর কাছ থেকে অগ্রিম অনুমোদন নিতে হবে।

(ক্রমশঃ)

বৃত্তিমূলক শিক্ষার সচেতনতামূলক কর্মশালা

বাঁকুড়া জেলার সরকারি পলিটেকনিক, কে. জি. ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে গত ১৪-ই জুলাই, ২০১৯ তারিখে বাঁকুড়া জেলার বৃত্তিমূলক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত বিদ্যালয়গুলির প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মহাশয়দের নিয়ে একটি সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অধিকার। বাঁকুড়া জেলার ৩৭টি উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষার বৃত্তিকৃত্যায়ন প্রকল্পে বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই সচেতনতামূলক কর্মশালায় প্রায় ৩০ জন প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ৪০ জন বৃত্তিমূলক শিক্ষায় যুক্ত শিক্ষক মহাশয় অংশগ্রহণ করেন।

কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর,
প.ব. সরকার, কারিগরী ভবন, বি/সেভেন,
অ্যাকশান এরিয়া-তিন, রাজারহাট-নিউটাউন,
কলকাতা - ৭০০ ১৬০ থেকে
প্রকাশিত এবং সঞ্চালিত।
ওয়েবসাইট - www.wbtetsd.gov.in
দূরাভাষ - (০৩৩) ২৩৪০ ৩৫৮৬
অলঙ্করণ ও মুদ্রণে- প্রিন্টয়েড